[redacted]

[redacted]

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন এনআইডি কার্ডের তথ্য সংগ্রহকারি বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়। তাছাড়া গ্রামের মানুষ বিষয়টি প্রাথমিক অকস্থায় গুরুত্বহীন ভেবে ভুলভাল তথ্য প্রদান করেন। যখন বিপদে পড়েন তখন তথ্য সংগ্রহ কারীদের দোষারোপ করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার আব্দুল আজিজ বলেন, জাতীয় পরিচয় পত্র(এনআইডি) তথ্য সংগ্রহ কারিদের ভুল। এমন সমস্যা কয়েক জনের নয়। মুজিবনগর উপজেলায় এমন সমস্যায় পড়েন এপর্যন্ত ৭ জন এবং গাংনী উপজেলায় ৯ জন। তবে সমস্যার সমাধানের সুযোগ রয়েছে বলে জানান এ কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে আইনজীবী সমিতির মানববন্ধন

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির মানববন্ধন স্বাস্থ্যবিধি মেনে আদালত চালুর দাবিতে মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরা।

রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মিয়াজান আলীর নেতৃত্বে মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন।

মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে সাবেক সম্পাদক কামরুল হাসান রমজান আলী,আসাদুল আজম খোকন,মিজানুর রহমান সহ অন্যান্য আইনজীবীর অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে ভেজাল শিশুখাদ্য উদ্ধার ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে ভেজাল শিশুখাদ্য উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজাল শিশুখাদ্য জব্দ করার পর মালিকের নিকট থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
রবিবার সকালে মেহেরপুর পৌর শহরের ভূমি অফিস মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়। জানা গেছে মেহেরপুর শহরের হঠাৎ পাড়ার পাতান আলীর ছেলে ফয়জুল্লাহ বিপুল পরিমাণ ভেজাল শিশু খাদ্য তৈরি করে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম সেগুলো আটক করেন। পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়।

সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ানুর রহমানের নেতৃত্বে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতে ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ এর ৫২ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সাথে উদ্ধার করা ভেজাল শিশু খাদ্য গুলো ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অনুমোদনবিহীন ১০ বস্তা রোব, লিচু ১ কার্টুন, আইস ললিপপ ১৪ বোতল,ইডি বলজেল ১ কার্টুন উদ্ধার করা হয়।

শ্বাস কষ্টজনিত রোগে অসুস্থ সংগ্রাম কমিটির সভাপতি আব্দুল মোমিন চৌধুরী

এ্যাজমা থেকে হঠাৎ করে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুল মোমিন চৌধুরী। গতবুধবার রাত ২ টার দিকে শ্বাস নিতে কষ্ট হলে তাকে

মেয়ের বেপরোয়া জীবন মানতে না পারায় হত্যা করেন বাবা

মেহেরপুরের ভৈরব নদে বস্তা ভর্তি লাশ উদ্ধারের রহস্য উন্মোচন হয়েছে। বাবা মোঃ বজলুর রহমান (৫০) মেয়ে ববিতা ইয়সমিন (১৮) কে হত্যা করার পর লাশ গুম করতে নদিতে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় শনিবার ভোরে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের বাজার থেকে বাবা বজলুর রহমানকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

পরে দিন বিকালে মেহেরপুর আদালতে তোলা হলে ম্যাজিস্ট্রেট বেগম রাফিয়া সুলতানার কাছে মেয়ে ববিতা ইয়াসমিনকে হত্যার কথা স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয় বজলুর রহমান। বজলুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার নিশ্চিান্তপুর গ্রামের মৃত আওলাদ হোসেন এর ছেলে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে,

নিজের মেয়ের বেপরোয়া ভাবে চলাফেরা মেনে নিতে পারেননি বাবা। সর্বশেষ মেয়েকে হত্যার পরিকল্পনা করেন বাবা। পরিকল্পনা অনুযায়ী মেয়ের মাথায় আঘাত করে হত্যা শেষে বস্তাবন্দি করে ভৈরব নদীতে ফেলে দেন। দুই মাস আগে মেহেরপুর ভৈরব নদী থেকে বস্তাবন্দি নারীর লাশ উদ্ধারের পর এমন চাঞ্চল্যকর হত্যার রহস্য উন্মোচন করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) রাসুল সামদানি আজাদের দুই মাসের তদন্তে উঠে আসে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা। জবানবন্দিতে বজলুর রহমান জানান, মেয়ের অতিরিক্ত বেপরোয়ায় অতিষ্ঠ ছিল পুরো পরিবার। মেয়ের মা রেহেনা বেগম মমতাজ দির্ঘ ৫ ধরে থাকেন প্রবাসে (মরিশাস)।

সেই থেকে মেয়ে নিজের ইচ্ছামত বিচরণ করতো। ববিতা মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে হারিয়ে যেত আবার কিছুদিন পার ফিরে আসতো। গত দুই-তিন বছর এভাবেই নিজের ইচ্ছাকে প্রধান্য দিয়ে চলাচল করতো ববিতা। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও সে ঢাকায় একটি বাড়িতে বুয়ার কাজ করতো। গত ১৩ মার্চ সে ঢাকা থেকে মেহেরপুর এসে এক আত্মীয়র বাড়িতে ছিল।

ঘটনার দিন মেয়ে ববিতা কে নিয়ে একটি পিকআপ যোগে নিশ্চিন্তপুর আশ্রয়ন প্রকল্পের নেমে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই। তার এক আত্মীয় বাড়িতে পথিমধ্যে কথার এক পর্যায়ে ববিতার গলা চেপে ধরে।

এসময় ববিতার মাথায় হাত সজোরে আঘাত করলে ববিতা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ববিতা মারা গেছে ভেবে পাশের একটি কলা বাগানে নিয়ে ফেলে রেখে বাড়িতে চলে যায়। ঐ রাতে সেই কলা বাগানে ফিরে দেখি মেয়ের দেহ শক্ত হয়ে গেছে। ভয়ে বাড়ি থেকে একটি প্লাস্টিকের বস্তা নিয়ে এসে তাতে মেয়েকে ভরে পাশ^বর্তী ভৈরব নদে ফেলে দিই।

মেহেরপুর সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) রাসুল সামদানি আজাদ জবানবন্দির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আমাদের হাতে তেমন কোন ক্লু ছিলনা। শুধু মাত্র মেয়ের পরনে থাকা সালোয়ার কামিজের মাধ্যমে অপরাধীকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, কোন রকম ক্লু না থাকায় অপরাধিকে শনাক্ত করতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। সদর থানার চৌকশ টিমের ব্যাপক অনুসন্ধানে অপরাধীকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আসামীকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ মার্চ মেহেরপুরের কুলবাড়িয়া গ্রামের হামেশতলা পাড়া সংলগ্ন ভৈরব নদ থেকে একটি বস্তা ভর্তি অর্ধগলিত অবস্থায় একটি মেয়ের লাশ উদ্ধার করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। পরে ময়না তদন্ত শেষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে তাকে দাফন করা হয়।

চলে গেলেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ পরিদর্শক জিল্লুর রহমান

মেহেরপুর জেলা পুলিশের পরিদর্শক জিল্লুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।
শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার নিজ বাসভবনে মারা যান। জিল্লুর রহমান ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ভুগছিলেন।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ পরিদর্শক জিল্লুর রহমান শৈশব থেকে ভেড়ামারা এলাকায় আত্মীয় বাড়িতে থেকে লেখা-পড়া করেন এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। তবে তার বাবার বাড়ি গাংনী

উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মহাম্মদপুর গ্রামে।
মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৩ ছেলেসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

কুষ্টিয়ায় পুলিশ পাহারায় করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ

কুষ্টিয়ায় পুলিশ পাহারায় করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে। শনিবার ১ হাজার ৫১৩ জনকে করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘শনিবার সকাল ৯টা থেকে কুষ্টিয়া কলকাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ জেলা শহরের দুটি কেন্দ্রে টিকা দেওয়া শুরু হয়। সকাল ৮টার দিকে টিকাদান কেন্দ্রে ব্যাপক ভিড় দেখা যায়। সাড়ে ৯টার দিকে পুলিশ আসলে কেন্দ্র অনেকটাই ফাঁকা হয়ে যায়

সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সব মিলিয়ে জেলায় ১ হাজার ৫১৩ জনকে দ্বিতীয় ডোজ টিকা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।
সিভিল সার্জন জানান, ২০ হাজার ৯২২ জন প্রথম ডোজ নিয়ে এখনও দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেওয়ার অপেক্ষায় আছেন। রবিবার ৪৯০ জনকে টিকা দেওয়া হবে

তিনি বলেন, ‘চাহিদার বিপরীতে টিকার পরিমাণ কম হওয়ায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় টিকাদান কেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এসএমএস পাননি এমন মানুষও এসেছিলেন টিকা পাবেন কিনা জানতে।’

তিনি জানান, রবিবার কুষ্টিয়ার কলকাকলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩০০ জনকে টিকা দেওয়া হবে। বাকী ১৯০টি দেয়া হবে মিরপুর ও দৌলতপুর উপজেলায়। ওই কেন্দ্রগুলোতেও পুলিশ থাকবে। ডা. আনোয়ারুল বলেন, ‘আরও টিকা সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।’

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জেলায় করোনার প্রথম ডোজ টিকা নিয়েছেন ৬৭ হাজার ৪৮৬ জন। ২৪ এপ্রিল টিকার প্রথম ডোজ

টিকা দেওয়া বন্ধ হয়। এরপর ৪৫ হাজার ৫১ জনকে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার পর টিকা শেষ হয়ে যায়। ১১ মে থেকে টিকাদান আপাতত স্থগিত রাখার ঘোষণার নোটিশ দেয়া হয়।

মসজিদের পাশে বাথরুম নির্মাণ বন্ধের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদের সংলগ্ন স্থানে স্কুল কর্তৃপক্ষের বাথরুম নির্মাণ করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন মসজিদের মুসল্লিরা।
শনিবার বাদ জোহর মুসল্লিরা সেখানে মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ওই স্থানে বাথরুম করার কোন প্রয়োজন না থাকলেও কর্তৃপক্ষ সেখানে বাথরুম করছেন। এখানে বাথরুম তৈরি করা হলে দুর্গন্ধে নামাজ পড়া দুরূহ হয়ে পড়বে। মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান, মসজিদ কমিটির সদস্য মাসুদ রানা প্রমূখ। মানববন্ধন সঞ্চালনা করেন ইয়ানুস আলী।
এবিষয়ে আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন (এমপি) সহ জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ, পৌর মেয়র, উপজেলা পরিষদ, শিক্ষা অফিস বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলে জানান বক্তারা। সেই সাথে মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী এই মসজিদ সংলগ্ন স্থানে বাথরুম তৈরি করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। ৭

মেহেরপুর আওয়ামী মৎস্যজীবী

লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের ১৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুর ১টার সময় সারা দেশে এক সাথে কেক কাটা হয়। এ উপলক্ষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবনে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত করা হয়।

জেলা সাধারণ সম্পাদক শরিফ উদ্দিন নিকুলের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্তত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি আব্দুস সালাম।

এসময় সদর উপজেলা আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি মহাসিন আলী, সাধারণ সম্পাদক শাহিন আলম, সদস্য আল-আমিন হোসেন, মুনতাজেল হোসেন, মোশারফ হোসেন, আব্বাস আলীসহ নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভোরে সাংবাদিক গ্রেফতার, বিকালে জামিন

মেহেরপুরের গাংনীতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলায় গ্রেফতার সাংবাদিক আল আমীনকে জামিন দিয়েছে আদালত।
শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বেগম রাফিয়া সুলতানার আদালতে জামিন আবেদন করলে জামিন মঞ্জুর করে আদালত। জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক গোলাম মোহাম্মদ। আসামী পক্ষের ছিলেন আইনজীবি শফিকুল আলম।

এর আগে গতকাল শনিবার ভোরে গাংনী পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আল আমিন ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিজনেস বাংলাদেশ পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক।

উল্লেখ্য: ২০২০ সালের ১১ মে স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড; ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গাংনী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের ভাগ্নে সবুজ হোসেন বাদী হয়ে গাংনী থানায় মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও যুগ্ন সম্পাদক আল আমীনের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ১২ তাং ১৩-০৫-২০২০ইং।

মামলায় আসামিরা নিম্ম আদালত থেকে জামিনে ছিলেন। পুলিশ গত ৯ মার্চ আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে আদালত পরিবর্তন হয়ে মামলাটি সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর হয়। এদিকে মামলাটি সাইবার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর হওয়ার পরপর লকডাউনের কারণে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

ফলে সাইবার ট্রাইব্যুনাল থেকে জামিন নেওয়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি। এদিকে মামলাটি সাইবার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর হওয়ার কারণে নিম্ম আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার এস আই সুমন জানান, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলায় আদালতের পরোয়ানা থাকায় সাংবাদিক আল আমিন হোসেনকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে সাংবাদিক আল আমীনকে গ্রেফতার খবর ছড়িয়ে পড়লে তার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান মেহেরপুরের সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। এসময় তারা বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নামে সরকার পুলিশ দিয়ে সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করতে চাই। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার টুটি চেপে ধরতে এই কালো আইন। এ আইনকে দ্রুত সংশোধন অথবা বাতিল করার ব্যবস্থা করার আহবান জানান।

তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশের জেরে দায়ের করার মামলায় গতকাল প্রতিবেদক আল আমীন গ্রেফতার হলে পুনরায় বিষয়টি আলোচনায় উঠে। গতকাল সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, কিছুদিন আগে তিনি বাড়িটি ছেড়ে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন তার কবল থেকে বাড়ির মালিক বাড়িটি ফিরে পেলেন। সংবাদের প্রকাশের কারণে বিভিন্ন মহলের সমালোচনার জেরে তিনি বাড়িটি ছেড়েছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে।

কি পরিচয় এম এ এস ইমনের
মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন। তাঁকেও বাদ রাখা হয়নি এ মামলার আসামি থেকে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের

দুঃসময়ে ছাত্রলীগকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়ে যাওয়া লড়াকু ছাত্রনেতা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহ সম্পাদক, পরপর তিনবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পেট্রোবাংলার একটি প্রতিষ্ঠান) এর সাবেক বোর্ড পরিচালক, মেহেরপুরে স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের মুখপাত্র, ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান।

যে সংবাদের কারণে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, প্রকাশক এম এ ইমন ও প্রতিবেদক আল আমীনকে আসামি করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। সংবাদটি প্রকাশ হয়েছিল ২০২০ সালের ১১ মে, এবং মামলা হয়েছিল ১৩ মে।সে সংবাদটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে পুনরায় হুবুহু প্রকাশ করা হলো।

গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড; ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের দুই বারের নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেন ২৬ বছর ধরে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকলেও নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করেন না। এমনকি বাড়ি ছাড়া তো দুরের কথা সংস্কার করতেও দেন না বাড়ির মালিককে।

গাংনী পৌরসভা থেকে কয়েক দফা বাড়িটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হলেও তিনি বাড়ি ছাড়েননি। বাড়িটি সংস্কারের ব্যবস্থাও নেননি। বাড়ি ছাড়া নিয়ে মালিকের সাথে দফায় দফায় গন্ডগোল, ঝামেলা হলেও তিনি ক্ষমতাবলে বাড়িটি অন্যায় করে দখল করে রেখেছেন।

প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় বাড়ির মালিক সাবেক এ এমপি’র নির্যাতন নিরবে সহ্য করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। নিরবে চোখের পানি ফেলে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। খুব দ্রুত বাড়িটি মকবুল হোসেনের কাছে থেকে ছাড়িয়ে নিতে চান বাড়ির মালিক জিনারুল ইসলাম। কিন্তু এলাকাবাসীর প্রশ্ন বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবেন কে?

বাড়ির মালিক জিনারুল ইসলাম অভিযোগ করে মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, ১৯৯৪ সাল থেকে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন মৌখিক ভাবে গাংনী শহরের উত্তরপাড়ায় দ্বিতল বিশিষ্ট তার বাড়িটি ভাড়া নেন। ভাড়া নেওয়ার পর থেকে নিয়মিত ভাড়া দেননা। মনকি মাঝে মধ্যে বাড়িটি সংস্কার করতে চাইলেও তিনি তা করতে দেননি। ক্ষমতাশালী হওয়ায় বাড়িটি ছাড়িয়েও নিতে পারছি না। বাড়িটি দ্রুত সংস্কার করার

প্রয়োজন।

সংস্কার না করলে যে কোন দুর্যোগে ভেঙে পড়ার আশংকা রয়েছে। অনেক বার বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও তিনি কান দেননি। এমনকি তার পোষা সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে নানা ভাবে হুমকি দিয়ে থাকেন।

মালিক জিনারুল ইসলাম আরো বলেন, বাড়ি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য একজন উকিলের সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতাবান মানুষের সাথে পারবেন না বলে তিনি মামলা করতে রাজি হননি।

যে কোন অবস্থায় বাড়িটি সাবেক এমপি মকবুল হোসেনর কাছে থেকে তারা মুক্ত করতে চান। তিনি আশংকা করছেন কোটি টাকার সম্পত্তিটি তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় কিনা। মাস ছয়েক আগে সাবেক মেয়র আহমেদ আলী ও বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামকে নিয়েও একটি সালিশ বসে। তখনও তিনি বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন, কিন্তু ছাড়েননি।

এ ব্যপারে বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম জানান, বাড়িটি নিয়ে মিমাংসা হয়েছিল। বাড়িটি ছেড়ে দেবেন বলে সাবেক এমপি সাহেব কথাও দিয়েছেন। কিন্তু কবে ছাড়বেন জানেন না।

স্থানীয় কাউন্সিলর নবির উদ্দিন বলেন, দির্ঘদিন ধরে সাবেক এমপি মকবুল সাহেবের সাথে বাড়ির মালিক জিনারুলের সাথে বাড়ি ছাড়া নিয়ে গন্ডগোল হয়। তবুও তিনি বাড়ি ছাড়েন না।

গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, আগের মেয়র থাকতেই মকবুল সাহেবের বাড়িটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করে নোটিশ দিয়েছেন। সেই নোটিশের আলোকে আমরা কয়েক দফা চিঠি পাঠিয়েছি তবুও তিনি সংস্কার করার জন্যও বাড়িটি ছাড়েননি। বাড়িটি অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যে কোন সময় বাড়িটি ভেঙে প্রাণহানী ঘটতে পারে। তবুও তিনি অন্যায় করে বাড়িটি দখলে রেখেছেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন জানান, বহু পুরাতন ঝামেলা এটি। এই বাড়ি নিয়ে বহুবার ঝামেলা হয়েছে। তবুও সাবেক এমপি সাহেব বাড়িটি ছাড়েন না।

এ ব্যাপারে সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেনের সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নামায পড়ছি পড়ে ফোন দেন। কিন্তু পরে ফোন দিলে তিনি আর ফোন রিসিভ করেননি।